ভোরের কাগজ 279

তারিখ AUG 10 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃষি কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হোক

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা বিএআরআই-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান দিনাজপুর হাজী দানেশ এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজ হিসেবে চালু আছে। উল্লেখ্য, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭৫) বা বর্তমান শিক্ষানীতি কমিশন (১৯৯৭) এই দুটো কমিশনের কোনোটিই দেশে নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেনি। অপরপক্ষে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন দিনাজপুরে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জোর সুপারিশ করেছেন। এ এম আনিসুজ্জামান বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা এবং সাবেক বিজ্ঞ কৃষি সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কৃষি কমিশন (১৯৯৬) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত দেশের উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলে তিনটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোর সুপারিশ করেছেন বলে জানা গেছে। কৃষি কমিশন হাজী দানেশ কৃষি কলেজকে উত্তরাঞ্চলীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর এবং খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে (কোনো সরকারি কৃষি কলেজ না থাকায়) আরো দুটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ঢাকাস্থ শেরেবাংলা এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজ দুটিকে সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাঙ্গন চত্বর হিসেবে রূপান্তরের জোর সুপারিশ করেছেন বলে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি। প্রতিবেশী দেশগুলোর উদাহরণ উল্লেখ করে বলা যায়, পাকিস্তানেও পুরোনো তিনটি কৃষি কলেজকে তিনটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ২৮টি পৃথক পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বতন ২৮টি কৃষি কলেজকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশে চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে এবং প্রতিটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুচারটি বহিরাঙ্গন চত্বর রয়েছে যেগুলো পূর্বে কৃষি কলেজ ছিল। ভারতে যেসব কৃষি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়নি সেগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশেও দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

সরকার ঢাকা, দিনাজপুর ও পটুয়াখালীর কলেজ তিনটিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর না করে কলেজ দুটিকে প্রস্তাবিত দিনাজপুর ও পটুয়াখালী সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করার (Transfer) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ আইনানুগ হতো যদি সারসংক্ষেপ প্রেরণের পূর্বে কৃষি এবং শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অনুমোদন গ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে কৃষি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে উপস্থাপন করা হতো। আরো বলা যায় যে, একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে (পিপি) কোনো সাধারণ বা কৃষি কলেজকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার ব্যবস্থা (Provision) রাখা হয়নি। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় পেশকৃত সারসংক্ষেপ অনুমোদন করে এরূপ সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়ন এবং সুশিক্ষিত ও মাঠ ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কৃষিবিদ ও পশু চিকিৎসক তৈরি, সমন্বিত শিক্ষা, গবেষণা এবং সম্প্রসারণ শিক্ষা সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে সিদ্ধান্তটি বাতিল করে তিনটি কৃষি কলেজকে পৃথক পৃথক কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করাই যুক্তিযুক্ত হবে। সেতাবগঞ্জ চিনিকল বা ঠাকুরগাঁও চিনিকল খামার হতে অনুর্বর ১০০ একর জমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করে প্রস্তাবিত নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী, কৃষি ও শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় কমিটি, সাংসদবৃন্দ, কৃষি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রমুখের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

প্রফেসর ড. ম : আব্দুল হক
সাবেক ডীন, কৃষি অনুষদ, বাকৃবি
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বাকৃবি
বাসা নং ২০৫, রোড নং ১১, মিরপুর ১২, ঢাকা।